সিন্ধু-শ্রী

সন্ধ্যা, গোপন-ব্যথা প্রণেতা

শ্রীঅমিয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

পাঁচ আনা।

প্রকাশক
শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায়
বর্ম্মণ পাব্‌লিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

১। সন্ধ্যা—(কবিতার বই)—॥৹

২। গোপন ব্যথা (")—৮৹

৩। সিন্ধুশ্রী— (")—।৵

৪। অরুণা—উপন্যাস (যন্ত্রস্থ)

৫। ছোট কথা—(গল্প) (যন্ত্রস্থ)

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্ প্রেস্ ;
১৫ নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা

উৎসর্গ

সুলেখিকা অগ্রজা—

স্বর্গীয়া মনোরমা দেবীর—

শ্রীচরণেষু

দিদি,

সাহিত্যচর্চ্চাকে তুমি তোমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য করেছিলে। কিন্তু তার যথেষ্ট সময় অদৃষ্ট তোমায় দিলে না।

আজ তুমি এ জগতে নাই, কিন্তু যে জগতে আছ, সেখান থেকে আমার এ তুচ্ছ উপহারটি নিয়ে, তোমার এই ভাইটির ব্যর্থ আবাহনের সাড়া দিও।—

—ইতি—

তোমার স্নেহের

অমিয়

সিন্ধু-শ্রী

১

ছলাৎ ছল
সাগর জল
ঝিমিক্ ঝিক্
বালুর চিক্
নীল বরণ
স্তব্ধ গগন
সিন্ধু তল
ছলাৎ ছল
সাগর জল।

২

ছলাৎ ছল
সাগর জল
নিশির ভোর
ঘুমের ঘোর
হাসির রোল
সুডোল গোল
পায়ের মল
ছলাৎ ছল
সাগর জল।

৩

ছলাৎ ছল
সাগর জল
উদাস হাওয়া
পাগল হওয়া
ডাকের সাড়া
আঁচল ওড়া
আঁখির ছল
ছলাৎ ছল
সাগর জল।

৪

ছলাৎ ছল
সাগর জল
দেহের ভার
গলার হার
কাণের দুল
অতুল তুল
চলার ছল
ছলাৎ ছল
সাগর জল।

৫

ছলাৎ ছল
সাগর জল
অস্ত উদয়
স্নিগ্ধ মলয়
পাখীর গান
ব্যথার প্রাণ
মোহের বল
ছলাৎ ছল
সাগর জল।

৬

ছলাৎ ছল
সাগর জল
উদাস বাতাস
বিরহ-আভাষ
দুঃখ মাখা
একলা থাকা
আঁখির জল
ছলাৎ ছল
সাগর জল।

পুরী, ১লা মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-কন্যা

ওই সমুদ্রের কোন গভীরে
কোন্ প্রবালের রাঙা ঘরে
অঙ্গ তোমার আলো করে,
কোন্ পুণ্যের প্রবল জোরে
কোন জীবনে কাহার বরে,
তুল্লে তোমায় আপন ঘরে,
কোন্ সে ভাগ্যবান্?
কোন শুক্তির জীবন ছেদি,
কোন মুক্তার বক্ষ ভেদি,
কল্লে´ তোমার গলার হার?
বর্ণে তোমার মুক্তাও হায়,
মৃত্যু-পরেও লজ্জা পায়
তোমার কাছে মেনেছে হার,
আজ সে হতমান।

সিন্ধু-শ্রী

কোন শৈবাল-শয্যা 'পরে,
অঙ্গ তোমার রক্ষা করে
আপন শুভ্র কোমল ভার,
কোন পিয়াসীর আঁখির ডরে,
লুকিয়ে আছ এমন ক'রে
জলের নীচে পাতাল-পুরে,
কোন্ সে ভাগ্যবান ?
কোন সাধনার স্পর্দ্ধা ভরে,
হেরে তোমায় নয়ন ভ'রে
তোমায় পাবার আশা করে,
সাধনা ক'রে দিবস যামি,
সব তপস্যার অতীত তুমি,
ব'লে কি গো দাওনি তারে ?
কোন্ সে হতমান ?

পুরী, ২রা মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-আশ্রম

স্বপ্নে পাওয়া
স্বপন-ঘেরা
এই যে কুটীর খানি,
সকল ব্যথার
শেষ করিবার,
দুঃখে শান্তি বাণী।
পূণ্য-স্মৃতি
ঘিরে রাখার,
একটি উপাদান,
সর্ব্ব-হারার
এই জীবনে
রুদ্ধ-করা মান।

সিন্ধু-শ্রী

সিন্ধুর জল
আছড়ে পড়ে
পায়ের তলায় এর,
উদাস বাতাস
ব্যজন করে
গভীর নিশীথের।
সিন্ধুর তীর,
উদার আকাশ,
এই নিরালা ঘর,
তাঁহার দেওয়া
অভিশাপে,
কয়টি মাত্র বর।

পুরী, ৩রা মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-সৈকতে

কতবার এসে
কত ফিরে গিয়েছি,
কত সুর ধ'রে
কত গান গেয়েছি,
কিছু জান নাই !
ওই যে সিন্ধুর
কাতরতা ধরিয়া,
কত ব্যথা তাহে
দিয়াছি যে ভরিয়া,
কিছু জান নাই !
ওই অতলের
গভীরতম তলে,
কথা যত মোর
গিয়েছি কত ফেলে,
কিছু জান নাই !

সি-ন্ধুশ্রী

কত সন্ধ্যাকাশে
ঐ নীল জলধিরে,
তোমারই কথা
বলেছি বারে বারে,
কিছু জান নাই!
যদি কখনও,
সাগরের ওই সজল গানে,
মনে হয় কভু,
আমার এ নাম প'শল কাণে.
এই টুকু শুধু জেনো,
এই জীবনের
কোন এক ভুলে-যাওয়া দিনে,
এসেছিনু হেথা
গেয়েছিনু গান উদাস প্রাণে
(যখন) ছিল নাক' আশা কোনো

৪ঠা মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-প্রভাত

আজি সিন্ধু তীরে
মধু চাঁদিমায়,
সাথী-হীন এই
ভোরের বেলায়,
শুনি তব কথা,
শুনি কাণে কাণে,

সাগর-আকাশ-মিলন-রেখায়
পরাণ যখন ছুটে যেতে চায়;
সিন্ধু যখন আর্ত্তনাদে
উথ্‌লে উঠে বালিতে লুটায়,
বুঝি তব ব্যথা
বুঝি প্রাণে প্রাণে।

সিন্ধু-শ্রী

ভ্রান্ত এই আঁখি মম
হতাশে যেদিকে চায়,
(শুধু) তব ছবি ফুটে ওঠে
মম আঁখি তারকায়,
দেখি তব রূপ,
দেখি আঁখি ভ'রে,
যখন হৃদয় মম
বুঝিবারে পারে,
প্রকৃতির মোহ-খেলা
দেয় ভেঙে চুরে,
কাঁদে মম প্রাণ,
কাঁদে তব তরে।

পুরী, ৫ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-যুবতী

আমি পূর্ণতায় গর্ব্বিতা,
চির-যৌবনা,
আমি স্থির-শান্তি বর্জ্জিতা,
চির-উন্মনা,

আমি চঞ্চলা,
আমি গম্ভীরা,
আমি যৌবন-মদে মত্তা,
আমি পূর্ণতায় ক্ষিপ্তা।
আমি নিশীথ-স্বামীর সঙ্গিনী,
চির-উন্মাদিনী,
আমি ঘূর্ণী-বাত্যা-রঙ্গিণী,
চির-কল্লোলিনী।

সিন্ধু-শ্রী

আমি স্বয়ম্বরা,
আমি ভয়ঙ্করা,
আমি কর্কশ-বালু-চুম্বিতা,
আমি গর্জ্জনে মোর স্তম্ভিতা,
আমি রত্ন-গর্ভা দর্পিতা,
আমি পূর্ণতায় গর্ব্বিতা,
আমি যৌবন-মদে মত্তা।

পুরী ৬ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধুতীর-পদরেখা

আজি সিন্ধু-সৈকতে নিবিড় সায়াহ্ন ;
বিজনে বসিয়া হেরি, কার পদচিহ্ন ?
কর্কশ এই বালুকায়,
কোমল তার পদঘায়
এঁকেছে কি সে
মোর মন-রেখা ?

এই মহাজনমের,
তুচ্ছ জীবনের
মম মন-রেখা ?—
সে কি মোর মানস-প্রতিমা
কল্প-স্বপনের ?
সে কি মোর চির-চিন্তা
প্রতি নিশীথের ?
সে কি তার ক্ষীণ পদ-রেখা দিয়ে,
নীরবে চ'লে গেছে আমারে জানিয়ে ;

সিন্ধু-শ্রী

সে কি আহা ক'য়ে গেছে,
তার পদ-রেখা ধ'রে
ধীরে অতি ধীরে
যে পথে সে গেছে,
মোরে যেতে তার পাছে

সে কি ধরণীর
যত রূপসীর,
শ্রেষ্ঠ মণি ?
ওই সিন্ধু পার,
বাজে কি তার
বংশীধ্বনি ?

এ যে দেখি পদ-রেখা তার
ঘুরে ফিরে বারবার,
তরঙ্গের ঐ আঘাত-তলে
মিশে গেছে ওই নীল জলে ;
সে কি তবে আজ সন্ধ্যা বেলা,
দেখিয়ে গেছে মরণের খেলা ?

ওগো সুন্দরী-কুল-রাণি!
শোন মোর কাঁতর-মিনতি-বাণী—
রহ বসি
রহ মোর আশে,
যাব আমি
যাব তব পাশে।

পুরী, ৭ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধুবক্ষ-স্মৃতি

সেই একদিন
ঘন বরষায়,
সিন্ধু বক্ষে
দোদুল দোলায়,
একা ব'সে তরী প'রে
ভেবেছিনু হায়,
তরী বুঝি ভেঙ্গে যায়
তরঙ্গের ঘায়,
তুচ্ছ এই জীবনের
বুঝি শেষ হয়,
মরমের কথা মোর
বুঝি র'য়ে যায়।

সেদিনের বেঁচে থাকা—
সিন্ধুতীরে ব'সে একা,
এই দুখ-জননের
গাব গান বিষাদের,
চিরদিন,
চিরদিন গাব গান বিষাদের।

পুরী, ৮ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-সন্ধ্যা

সারাদিন সাগরের
ছেলেখেলা দেখে,
ধীরে ধীরে দিনমণি
শ্রান্ত ঘুম-চোখে,
ক্লান্ত দেহে ডুবে যান
সাগরের বুকে।

২

এই যে সিন্ধুর তীরে
ছুটে আসা ঘুরে ফিরে,
এই খানে ব'সে ব'সে
কাঁদে প্রাণ বুক চিরে,
এই মোহ কাটাবার
কোনো আশা নাহি কি রে?

৩

এ যে অতীতের মত
চির-সুন্দর,
এ যে দয়িতার মত
অতি সুন্দর,
এ যে জীবন-তরীর
মোহ-বন্দর।

৪

নীল জলধির বুকে
ওই রবি-রশ্মি-রেখা,
ধূসর আকাশে তার—
ছায়া ওই যায় দেখা,
যেন এই জীবনের
লোহিত মরণ-লেখা।

৫

চিরদিন ওগো সিন্ধু,
এই সন্ধ্যাবেলা,
যখন দেখাও তব
অপরূপ লীলা,
চিরদিন ব'সে যেন
হেরি তব খেলা।

পুরী, ৯ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-আলাপ

ওগো সিন্ধু!
চিরদিন ব্যর্থ আশে
চাহিয়াছি যারে,
সুগভীর বক্ষে তব
রেখেছ কি তারে?
করেছ কি তারে আজ
তব ভবনের,
শান্তি-রূপা মহালক্ষ্মী
চির-ব্যথিতের?
বিজনে বসিয়া কি সে
গাঁথে মণিমালা,
নিজ মনে গাহে গান
ঘর ক'রে আলা?
সুনীল বরণ তব
গাঢ় নীলিমার,
একি ওগো আভা তার
আঁখি-তারকার?

ক'য়ো ক'য়ো ক'য়ো তারে,
ওগো সিন্ধুরাজ !
তারি ছবি আঁকা আছে
মম হৃদিমাঝ।
দেহ তার পাই নাই
এই বুকে ধ'রে,
মন মাঝে রেখে দিছি
স্নেহ-পুতলিরে।
তারি আশে ব'সে আছি
এই সিন্ধুতীরে,
সঁপেছি পরাণ মম
তব নীল নীরে।
জনম লভিব পুন
যুগ যুগ ধ'রি,
তারি ছবি বুকে এঁকে
তারি স্মৃতি বরি।

পুরী, ১০ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-নিশীথ

আজি গভীর রাতে,
সাগর-সৈকতে
তরারাজি হাতে,
নিশীথিনী কাঁদে।

আজি চন্দ্রের সাথে,
প্রচণ্ড বাতে
জল খেলা সাথে,
তরঙ্গ ভাতে।

আজি জীবন গানে,
ব্যথিত প্রাণে
মন ব্যথা দানে,
বড় ব্যথা হানে।

আজি পরাণ-টানে,
চকিত কাণে
কী যে শোনে,
কিছু নাহি জানে।

পুরী ১১ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-যাত্রা

সাধের তরণী মোর,
বেয়ে বেয়ে বেয়ে চল্,
"আয় আয়" ব'লে ডাকে
সুনীল সিন্ধু-জল।
নীল হতে নীলতর
ওই গাঢ় নীলিমায়,
ভেসে ভেসে ভেসে চল
যেথা মোর মন চায়।
যেখানে সিন্ধু চুমিছে আকাশ,
শুধু আছে যেথা শূন্য বাতাস,
উপরেতে নীলাকাশ
নীচে শুধু নীল জল,
সেই খানে তরণীরে,
ভেসে ভেসে ভেসে চল

সিন্ধু-শ্রী

দিন দিন নিশি নিশি
বেয়ে বেয়ে বেয়ে চল্,
অকূল অতল 'পরে
সিন্ধু যেথা অচঞ্চল।
গভীরে গম্ভীরে মিশি
সুবিশাল সমুদ্রের,
বিস্তারিত আছে প্রাণ
অনন্ত বিরহের।
পিপাসার বারি নাহিক যেথায়,
চিরতৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়,
সেইখানে শেষ হবে
জীবনের ধারা,
সাক্ষী শুধু র'য়ে যাবে
রবি চন্দ্র তারা।
তীরে আজি শেষ খেলা
আঁখি করে ছলছল্,
চল্‌রে সাধের তরী,
বেয়ে বেয়ে বেয়ে চল্।

পুরী, ১২ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধুতীর-চারিণী

ওগো বিদেশিনি।
ওগো মোর ক্ষণিকের,
পিপাসিত নয়নের
স্বখ-মরিচিকা!
তুমি কোন সাগরের
কোন ভবনের,
গুপ্ত-পলাতকা ?
নীল রঙের ওই শাড়ীর আঁচল,
চক্ষে তোমার নীল কাজল
ওগো সিন্ধুতীর-চারিণি,
তুমি সন্ধ্যাকাশে সৌদামিনী,
সাগর গানের শেষ-রাগিনী,
তুমি রূপ-গর্ব্ব-হারিণী

সিন্ধু-শ্রী

তুমি কি,
ওই সাগরের,
নিম্নে ফোটা
রূপ-পাদপের,
গুপ্ত-ফুলের মঞ্জরী?
মধুর কোমল কণ্ঠে তোমার
বেহাগ সুর বাণীর বীণার
উঠ্‌ছে ফুটে গুঞ্জরি।

পুরী, ১৩ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-মোহ

ওই যে বিরাট সিন্ধু
প্রসারি তার তরঙ্গের বাহু
আহ্বান করিছে মোরে।
দীপ্ত রবি-কিরণে
হাসে তার "স্বাগত" হাসি।
যতদূর আঁখি যায়,
হেরি,
থর থর জলে,
বিস্তারিছে তার অগাধ মায়া।
হেরি নাই কভু
এমন মোহন মুরতি,
শুনি নাই কভু
হেন অপূর্ব্ব আবাহন।

ওই আবাহনে আজ
দিয়ে সাড়া,
সিন্ধুর ওই আলিঙ্গনে,
প্রাণ চায় এই জীবনেরে
চিরতরে দিতে বিসর্জ্জন।
আজি সমুদ্রের স্নেহ আবাহন,
হৃদয়ে আমার
সুপ্ত স্মৃতিরে যত
সঘনে জাগায়ে তোলে।
সেও এক মোহন মূরতি,
এইরূপ ম্লান সন্ধ্যাবেলা
করেছিল মধু আবাহন,
এই জীবনের আর একদিন।
সেদিন ও এমনি ধারা
অবিরাম চেয়ে ছিল,
অনিমেষ চোখে,
মুগ্ধ নয়ন মোর।
সে স্নেহ-কাতর আবাহনে
পাতি নাই কাণ;

সে বহু দিন গত হল
তবুও কাঁদেপ্রাণ থাকি, থাকি,—থাকি,
সাড়া দিতে চায় আজ।
আজি যদি সাগরের,
ওই আহ্বানের
করি অবহেলা,
সেও কি গো চিরদিন
সাথী হ'য়ে ব্যথা রবে
সারা জীবনের?

পুরী, ১৪ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধুতীর-বান্ধবী

ও গো মোর দীর্ঘ জীবনের,
ভেসে-আসা স্বল্প দিবসের
ক্ষণ-পরিচিতা।
যদি ও তুমি
ইহ জনমের
অতি ক্ষণিকের,
তবুও আজি
নহ উপেক্ষিতা।
আজি এই সিন্ধু তীরে,
ভাগ্য-রবি ডুবে যায়
অতি ধীরে ধীরে,
এই বুঝি মোদের শেষের দেখা,
এই বুকে রেখে দেব'
ম্লান মুখ ছবি তব
হয়ত' বা মাঝে মাঝে
কত ছলে কত কাজে
তব কথা কত কব,

তারপর বিশ্ব হ'তে
হয়ত' অদৃশ্য হব,
এই বুঝি বিধাতার অদৃষ্ট লেখা।
যদি এই ছন্নছাড়া জীবনের
কোনো ছোট কাজ,
এঁকে থাকে ক্ষীণ ছবি
তব হৃদি মাঝ,
ধীরে ধীরে ওগো তারে
মুছে দিও আজ।
ভুলে যেও কোনদিন এসেছিনু আমি
সিন্ধুতীরে ব'সেছিনু কত দিবস যামি,
তার মাঝে তব সনে ক'য়েছিনু কথা
ভুলে যেও, ভুলে যেও, ভুলো মোর কথা ;
স'য়ে যাব, স'য়ে যাব,
আমি সে আঘাত,—
গেঁথেছিনু যে মালা
ছিঁড়িল হঠাৎ।

পুরী, ১৫ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-বধূ

ওই সাগরের মধ্যখানে আছে সোনার ঘর,
সেই ঘরেরই বদ্ধসীমায় রুদ্ধ রূপাকর।
সেই আকরের শ্রেষ্ঠমণি তুমি সিন্ধু জায়া,
কাজল-কালো চক্ষু দুটি শুভ্র তোমার কায়া।
অধর দুটি লাক্ষা রঙের বক্ষে যুগল মায়া,
নীল জলধি ভিন্ন-করা রক্ত-রবির ছায়া—
পড়ে তোমার ধন্য-করা নীল বসনের 'পরে,
সেই আভাতে মত্ত-করা রূপ-লহরী ঝরে।
নিবিড় কালো কুন্তল গো, কণ্ঠে হৃদয় মরে,
মুখটি তোমার হাস্যমাখা নীল পদ্ম করে,
র'য়েছ ব'সে দীপ্ত ক'রে নীল সিন্ধুর ঘরে,
কোন্ দেবতার শ্রদ্ধা-ভরা কোন্ পূজাটির তরে?

পুরী, ১৬ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-গোধূলি

আজি এই রবিচ্ছটার রক্ত আলো,
সিন্ধু-জলের বিশ্ব মাঝে
কোন অরূপের রূপ মিশালো,
নীল জলধির বক্ষ 'পরে
মনের তরী ভেসে গেলো,
মধ্যে তাহার রবিচ্ছটার দীপ্ত-করা রক্ত-আলো।
সেই তরণীর হাওয়া এসে
চক্ষে আমার ধ'রল তুলে,
কোন জীবনের ছবি,
অতি সুন্দর
পটখানি তার,
ধন্য তাহার কবি।
সেই জীবনের বক্ষ-ভরা
পুণ্য-সৃজন খানি,
এই জীবনের ব্যর্থতা সব
দেয় যে বুকে আনি।

পুরী, ১৭ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-বিজনে

আজি এই সন্ধ্যার
আলোক-আঁধারে,
এই নীল সিন্ধুর
জনহীন তীরে,
এস প্রিয়তমে !
বিশ্ব অগোচরে,
করুণার কাতরতা,
মাখায়ে অধরে।
যদি আর কোনো দিন
এই সিন্ধু তীরে,
এমন সাঁঝের বেলা,
না আসি ফিরে,

র'য়ে যাবে মনে ক্ষোভ
আজিকার কথা,
তুমি যে, আসনি আজ
ভুলে মোর ব্যথা—
চির দিন হয়ত' বা
রবে মনে গাঁথা।
হয়ত' বা এর পর,
এই কাজে-ভরা জীবনের,
মহা কোলাহল
অবিরাম রবে ঘিরে,
তবু আজিকার,
এই হতাশার
তীব্র মনব্যথা
উঠ্‌বে জেগে
ফিরে ফিরে ফিরে,
সেই কোলাহল-বুক চিরে।
এস মোর বিজনের
আপন-হারান বঁধু!
কথা না কহিব আজ
নীরব রহিব শুধু,

তুমি শুধু ব'স পাশে
মধুর আঁখির হাসে
আমি শুধু আঁখি মেলে,
আপনারে যাব ভুলে।

পুরী, ১৮ই মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধুতীর-বিরহ

আজি এই সিন্ধু-তীরে,
আপনার মনে
একা ব'সে ব'সে,
হেরিতেছি প্রকৃতির
গূঢ় বিশ্বলীলা,
শুধু অনিমেষে।
বহু দিন গত হ'ল
এই জীবনের,
হেরি নাই তারে,
আধ-ভুলে-যাওয়া
মুখ খানি তার,
আজি মনে পড়ে,

সে যদি রহিত' হেথা
আজি মম পাশে,
বিজনের মাঝ,

আঁখি শুধু চেয়ে চেয়ে
ক্ষমা তার কাছে,
মাগি নিত আজ।

এর পর কোনো দিন
যদি কখনও,
এই সিন্ধু-তীরে,

জীবনের চিরদিন
এই বিশ্বমাঝে,
(সে) আসে ঘুরে ফিরে

(তখন) হয়ত' সাগর জল
মুছে দিয়ে যাবে,
মম দেহ-রেখা,

সে দিন রবেনা কিছু,
ফিরিয়া মরিবে
শুধু বায়ু ফাঁকা।

সিন্ধু-শ্রী

আজিকার হৃদয়ের
মম বিরহের
রবে নাক' স্মৃতি,
হয়ত' অসীম সিন্ধু
ভুলে যাবে মোরে,
গাবে নাক' গীতি।

পুরী, ১৯শে মাঘ ১৩৩৩।

সিন্ধু-বিদায়

ওগো সিন্ধু !
আজি এসেছি তোমার কাছে,
মাগিতে বিদায়,
আঁখি মম গ'লে যায়,
কথা মোর ভেসে যায়,
মাগিতে বিদায়।
হয়ত' বা ফিরে আর
তব তীরে আসিবার,
মরণ দিবেনা ছুটি,
সারা জীবনের
ক'টি দিবসের,
সুখ-স্মৃতি যাবে টুটি
ওগো মোর হৃদয়ের
প্রিয়তম সখা!

আর যদি কভু মোদের
নাহি হয় দেখা,
মনে তব মনে রেখো
মম-স্মৃতি-রেখা।
তব উপকূলে বসি,
কত দিন কত নিশি
তোমার ওই পায়ের তলায়ে,
কত অপরাহ্নে
কত অবেলায়ে,
শ্রান্ত মাঝির
তীরে-তোলা তরীর ছায়ায়ে
অনিমেষে চেয়ে চেয়ে
হারায়েছি আপনারে,
ভুলিয়াছি বেদনারে।
ধূ ধূ ক'রে হতাশায়ে,
এই—
জ্বলে-যাওয়া হৃদয়ে,
কত যে দিয়াছ শান্তি,
তব ওই নীল অতলে
কতবার গেছি ফেলে,
জীবনের কত ভ্রান্তি।

সিন্ধু-শ্রী

যত দিন
এ চেতনা
রবে এই ভবে,
তত দিন
সিন্ধু তুমি
সঙ্গে মম রবে।

পুরী, ২০শে মাঘ ১৩৩৩।